অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা

আদিপুস্তক ১৩.১-১৮পদ

১২ অধ্যায়ের শেষের দিকে আমরা আমাদের বিশ্বাসের পূর্বপুরুষ অব্রামকে মারাত্মক ভুল করতে দেখেছি। কেবল তাই নয়, অব্রাম কীভাবে সেই ভুলের মাশুল দিয়েছিল, তাও আমরা দেখেছি। প্রতিজ্ঞাত দেশে দুর্ভিক্ষ হানা দিলে, অব্রাম দিশেহারা হয়ে কনান ত্যাগ করে মিশরে গিয়েছিল। এখন, মিশরের বাহ্যিক স্বাচ্ছন্দের আড়ালে যে বিপদ অপেক্ষা করে থাকতে পারে, অব্রাম আগে থেকেই তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কিন্তু সেই বিপদকে এড়াতে অব্রাম যে উপায়কে বেছে নিয়েছিল, তা ছিল অবিশ্বাসী বোকার কাজ। তিনি ভেবেছিলেন সাদা-মিথ্যা *(White lie)* বলে নিজেকে মিশরীয়দের হাত থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু এই মিথ্যা কেবল তাঁর জীবন নয়, তাঁর চারপাশের সমস্ত মানুষের জীবনে বিপর্যয় আনতে চলেছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও অনুগ্রহে অব্রামকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। এর দ্বারা অব্রাম ঠেকে শিখবার সুযোগ পেলেন।

বলা হয়ে থাকে যে জীবনের বেশিরভাগ সত্য শিক্ষা আমরা কঠিন পথে শিখে থাকি। আবার এমন কথাও বলা হয়ে থাকে, "অভিজ্ঞতাই আমাদের সর্বোতম শিক্ষক।" অব্রাম তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা পেয়ে পুনরায় ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত কনান দেশে ফিরে এলেন। প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রত্যাবর্তন করে অব্রাম প্রথমেই সেই স্থানে উপস্থিত হলেন, যেখানে তিনি আগে ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করেছিলেন। ৪ পদ অনুসারে *"অব্রাম তাঁর পূর্বনির্মিত যজ্ঞবেদির কাছে উপস্থিত হলেন ও সেখানে সদাপ্রভুর নামে ডাকলেন।"* অর্থাৎ, অব্রামের আধ্যাত্মিক জীবনে মিশরের দিনগুলিকে বন্ধ্যাত্ব ও দূর্বলতার দিন হিসাবে আমরা চিন্তা করতে পারি। একইভাবে, আমরাও যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা বা তাঁর পথকে ত্যাগ করে নিজেদের শক্তি, ক্ষমতা বা যুক্তিতে নির্ভর করে জীবন যাপন করি, তখন আধ্যাত্মিক বন্ধ্যাত্ব নিয়ে আসি।

অব্রাম যখন কনানে প্রত্যাবর্তন করেছিল, তখন সে কী দেখেছিল? তখনও কী সেই দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল? আমরা তা জানি না। কারণ, ১৩ অধ্যায়ে প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হলেও, তখনও সেখানে দুর্ভিক্ষ ছিল কি-না, তা বলা হয়নি। অবশ্য, ধরা যেতে পারে যে, তখনও কনানে দুর্ভিক্ষ চলছিল। কারণ, ১২ অধ্যায়ের শেষে আমরা দেখেছি যে অব্রামকে জোর করে মিশর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ, অব্রাম নিজে থেকে মিশর ত্যাগ করেননি, তাঁকে মিশর ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। এর থেকে ধরা যেতে পারে যে, তখনও কনানে দুর্ভিক্ষ চলছিল। আবার, ১৩ অধ্যায়ে অব্রামের পশুপালকদের সঙ্গে লোটের পশুপালকেদের মধ্যে যে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার কারণ হিসাবে "*সেই দেশে একত্র বাস সম্পোষ্য হল না*" বলা হয়েছে। ইংরাজী *(KJV)* বাইবেলে *"Now the land was not able to support them"* এমন কথা বলা হয়েছে। এর থেকে ধরা যেতে পারে যে তখনও সেই দেশে দুর্ভিক্ষ চলছিল। কিন্তু লক্ষ্য করার মত বিষয় হল, যদিও সেখানে দুর্ভিক্ষ আছে, অব্রাম কিন্তু সে বিষয়ে পূর্বের ন্যায় চিন্তিত নন। কারণ, কনানে ফিরে এসে সবার আগে অব্রাম ঈশ্বরের নামে ডেকেছিলেন। কনান দেশে অব্রাম যখন প্রথম দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখনও তাঁর পক্ষে এই কাজ করাই উচিৎ ছিল। কিন্তু অব্রাম সেই কাজে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এখন অব্রাম তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছেন। তাই, ঈশ্বরের নামে ডাকার দ্বারা অব্রাম স্বীকার করলেন যে, ***"সমস্ত উত্তম দান ও সমস্ত সিদ্ধ বর ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে"*** (যাকোব ১.১৭)। এর দ্বারা অব্রাম সাক্ষ্য দিলেন যে, আমরা দুর্ভিক্ষ, খরা, সমস্যা বা প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হলেও একমাত্র ঈশ্বরই পারেন, আমাদের সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করতে। পৌলের দ্বারা প্রভু আমাদের বলেন, ***"আমার ঈশ্বর গৌরবে খ্রীস্ট যীশুতে স্থিত আপন ধন অনুসারে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন"*** (ফিলিপীয় ৪.১৯)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

এইভাবে, সাময়িকভাবে বিশ্বাসে পতিত হবার পর অব্রাম পুনরায় ঈশ্বর বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছিলেন। আজ আমাদের প্রত্যেকের কাছে অব্রামের এই আচরণ শিক্ষনীয়। আমরা যেন যত শীঘ্র সম্ভব উপলব্ধি করি যে, আত্মনির্ভরতা যখন আমাদের পতন আনে, তখন একমাত্র ঈশ্বর-নির্ভরতাই আমাদের রক্ষা করতে পারে। তাই, জ্ঞানী শলোমনের হিতোপদেশে আমরা এমন কথা পাই, ***"তুমি সমস্ত চিত্তে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর; তোমার নিজ বিবেচনায় নির্ভর করিও না; তোমার সমস্ত পথে তাঁহাকে স্বীকার কর; তাহাতে তিনি তোমার পথ সকল সরল করিবেন"*** (হিতোপদেশ ৩.৫-৬)।

কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাসের অর্থ সম্পূর্ণ সমস্যা বা ঝামেলা-মুক্ত নিশ্চিন্ত জীবন নয়। বিশ্বাস জীবনে আমরাও বিভিন্ন সমস্যা বা পরীক্ষার সম্মুখীন হই; কিন্তু *ঈশ্বরই পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রক্ষার পথ করে দেন* (১ করিন্থিয় ১০.১৩খ)।

কনানে প্রত্যাবর্তন করে অব্রাম নতুন সমস্যার সম্মুখীণ হলেন। হয়ত অব্রাম কখনও এমন সমস্যার কথা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারেননি। অব্রাম ও তাঁর ভাইপো লোটের এত বেশি সম্পত্তি (মেষ, গরু, তাম্বু, দাস-দাসী) হয়েছিল যে, তাদের একত্রে বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল (৬ পদ)। লোট অব্রামের সহযাত্রী ছিল (৫ পদ), সেই ঊর থেকে (১১.৩১) সে অব্রামের সঙ্গ ধরেছিল। অব্রাম যেখানে গিয়েছিলেন, লোট সর্বদা তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল। অব্রাম যেখানে থেমেছিলেন, লোটও সেখানে থেমেছিল। লোটকে সঙ্গে নেওয়া অব্রামের ঠিক হয়েছিল কি-না, সে বিষয়ে বাইবেল পরিষ্কার কিছু বলে না। কিন্তু বাইবেলের বিবরণ থেকে পরিষ্কার যে, লোট স্বেচ্ছায় কাকা অব্রামের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, অব্রাম তাকে বাধা দেননি। তাই, প্রকৃত সমস্যা লোটের সঙ্গেই জড়িত, অব্রামের সঙ্গে নয়।

আজকের দিনে, লোটের মত অনেক বিশ্বাসীকে দেখতে পাওয়া যায়। এরা বিশ্বাস ও অনুপ্রেরণার জন্য অন্য বিশ্বাসীদের উপর নির্ভর করে। তারা কখনও নিজে নিজে ঈশ্বরের হাত ধরে পথ চলতে চেষ্টা করে না। ফলস্বরূপ, এরা যাদের উপর নির্ভর করে, তারা পতিত হলে; এরাও বিশ্বাসে পতিত হয়। অব্রামের বিশ্বাসে পতনের সঙ্গে সঙ্গে লোটেরও পতন ঘটেছিল। ২য় পিতর ২.৭ পদে লোটের সম্বন্ধে এমন কথা বলা হয়েছে, "*সেই ধার্মিক লোটকে উদ্ধার করিলেন।*" অর্থাৎ, যদিও লোটের ঈশ্বর-বিশ্বাস খাঁটি ছিল; তথাপি অব্রাম-নির্ভরশীল এই বিশ্বাস পরীক্ষার সরাসরি মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই ধরনের বিশ্বাসী লোটেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, প্রতিকূল পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে তাদের অব্রামদের উপর নির্ভর করলেও, জাগতিক স্বাচ্ছন্দ তাদের পতন ঘটায়। এই ঘটনাই অব্রাম ও লোটের প্রতি ঘটেছিল। উভয়েই ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। সুন্দরভাবেই তাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। কিন্তু জাগতিক স্বাচ্ছন্দ তাদের সেই যাত্রাকে থামতে বাধ্য করল। উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে যে ভাঙ্গন ধরেছিল, তা পরে কত বড় আকার ধারণ করতে পারে, তা জেনে অব্রাম পৃথকীকৃত হবার ইচ্ছা লোটকে জানালেন।

এই পৃথক হবার কারণ হিসাবে দুটি বিষয়কে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। (১) ৭ পদের শেষাংশে, ***"তৎকালে সেই দেশে কনানীয় ও পরিষীয়েরা বাস করত"*** বলা হয়েছে। এই কথা উল্লেখের দ্বারা আমরা একটি সত্যের সম্মুখীন হয়েছি -- যখনই খ্রীস্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়, তখনই অবিশ্বাসী শত্রুরা তা থেকে ফায়দা লাভ করতে চায়। বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে যে লোভ, শত্রুতা, তিক্ততা বা অসন্তোষ বাস করে, তার নির্লজ্জচেহারা প্রকাশিত হলে বিশ্বাসী আমাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়। অব্রাম তা উপলব্ধি করেই, সেই পরিস্থিতিতে পৌঁছাবার আগেই এই পৃথকীকৃত হবার কথা বলেছেন। (২) ৮ পদে, ***"কেননা আমরা পরস্পর জ্ঞাতি"*** এই কথা বলা হয়েছে। খ্রীস্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ যখন অন্য বিশ্বাসীকে আঘাত করে, তখন সে নিজেই ব্যথা পেয়ে থাকে। আমি যখন আপনাকে আঘাত করি, তখন তার দ্বারা নিজেই আঘাত পেয়ে থাকি। আবার আপনি যখন আমাকে আঘাত করেন, তার দ্বারা আপনি নিজেই আঘাত পান। একে নিজের মুখে নিজে থুতু দেবার সঙ্গে তুলনা করা যায়। অব্রাম এই সত্য উপলব্ধি করেছিল, তাই পৃথকীকৃত হবার কথা বলেছিল।

অব্রাম আমাদের কাছে আরও একটি বিশ্বাসের আচরণের উদাহরণ দিয়েছেন। কবল সমস্যা সমাধানের পথ বাতলানো নয়, তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন, অব্রাম তাও করতে আগ্রহী। কাকা হিসাবে, বা বড় হিসাবে অব্রাম প্রথমে নিজের জন্য ভাল দেশ বেছে নিয়ে অবশিষ্ট অংশ ভাইপোকে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ, তিনি ঠেকে শিখেছেন যে মানুষের চোখে যা ভাল বলে মনে হয়, তা প্রকৃত অর্থে ভাল নাও হতে পারে। তাই, অব্রাম দেশ বেছে নেবার জন্য লোটকে প্রথমে সুযোগ দিলেন, ***"হয়, তুমি বামে যাও, আমি দক্ষিণে যাই; নয়, তুমি দক্ষিণে যাও, আমি বামে যাই"*** (৯ পদ)।

তখন লোট পূর্বদিকে দেখলেন সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায় বা মিশর দেশের ন্যায় যর্দনের সজল অঞ্চ ল। জগতের মানুষের জ্ঞান বা যুক্তিতে লোটের পছন্দ করা দেশ অবশ্যই উত্তম ছিল। কারণ জগৎ আমাদের প্রত্যেককে *মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ ও জীবিকার দর্প* (১ যোহন ২.১৬) দিয়ে থাকে। কিন্তু জাগতিক স্বাচ্ছন্দের পাশাপাশি আমাদের নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রা যে কতখানি প্রয়োজনীয়, তা জগৎ আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। তাই, সেদিন লোট কেবল দেশের বাহ্যিক আকারই দেখেছিল, কিন্তু সেই দেশের মানুষদের নৈতিক জীবন দেখতে পায়নি। আমরাও যেন সেই একই ভুল না করি, সেই উদ্দেশ্যে বাইবেল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, *"সদোমের লোকেরা অতি দুষ্ট ও সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অতি পাপিষ্ঠ ছিল"* (১৩ পদ)। আমরা দেখতে পাব, পরবর্তী ক্ষেত্রে, এই সমস্ত পাপিষ্ঠ মানুষেরা লোটের জীবনকে কীভাবে অতীষ্ঠ করে তুলবে। যার ফলস্বরূপ, ঈশ্বর সদোম ও ঘমোরাকে ধংস করতে বাধ্য হবেন (১০খ)।

লোট যদিও নিজের জন্য (১১ পদ) এই ভাবে সদোমকে নির্বাচন করেছিল, অব্রাম কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে অপেক্ষা করেছিলেন, ত্যাগস্বীকার করেছিলেন। ঈশ্বর সেই বিশ্বাসের মূল্য দিলেন। ঈশ্বর অব্রামকে বললেন, ***"এই স্থান থেকে উত্তর দক্ষিণে ও পূর্ব পশ্চিমে দেখ; . . . এই দেশ আমি তোমাকে ও যুগে যুগে তোমার বংশকে দেব"*** (১৪, ১৫ পদ)। এই দেশ আজ আমাদের কাছে ঈশ্বরের আত্মাতে পরিপূর্ণ জীবনের প্রতীক, যে জীবন আনন্দ, শক্তি, ভালোবাসা ও মহিমায় পূর্ণ (ইফিয়ীয় ৩.১৮-১৯)। লোট কখনও তা জানতে পারবে না। আমরাও যদি লোটের মত জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ বা অর্থনৈতিক প্রাচুর্য আশা করে আমাদের জীবনের লক্ষ্য স্থির করি, আমরাও তা জানতে পারব না। কিন্তু আমরা যদি অব্রামকে অনুসরণ করে ঈশ্বরের আশির্বাদে আমাদের জীবন পূর্ণ করতে চাই, তাহলে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞানুসারে "এই দেশ যুগে যুগে অব্রামের বংশধর আমাদের প্রত্যেকের জন্য।" এই দেশের আশীর্বাদ ভোগ করার জন্য মৃত্যুর অপেক্ষা করা নয় (অনেকে মনে করেন যে মৃত্যুর পরই কেবল তা ভোগ করা সম্ভ ব), কিন্তু তা আমরা এখনই ভোগ করতে পারি। তাই, ঈশ্বর অব্রামকে আজ্ঞা করছেন, ***"এই দেশের দীর্ঘপ্রস্থে পর্যটন কর"*** (১৭ পদ)। রোমীয় ৬.১৪ পদে পৌল লিখেছেন, ***"পাপ তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করবে না; কারণ তোমরা ব্যবস্থার অধীন নহ, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন।"***

অব্রাম ঈশ্বরের কথানুসারে কাজ করেছিল। হিব্রোণে (সহভাগিতা) তাম্বু স্থাপন করে বসবাস শুরু করে এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করে আশীর্বাদে জীবন-যাপন করেন। আপনি কাকে অনুসরণ করবেন? অব্রাম না লোট? আপনি কি *সর্ববিষয়ে ধন্যবাদ করেন* (১ থিষ ৫.১৮)?